DEPARTMENT OF HISTORY

HONOURS COURSE

SEMESTER - IV

PAPER / CORE - X (Unit - IV)

NAME OF THE TEACHER: Partha Roy Chowdhury

মেটারনিখতন্ত্র বলতে কী ?

■ মেটারনিখ ১৮০৯ খ্রিস্টাব্দে অস্ট্রিয়ার প্রধান মন্ত্রি পদে বসেন। তিনি এই পদে আসীন ছিলেন ১৮৪৮ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত। অস্ট্রিয়া চ্যান্সেলার বা প্রধানমন্ত্রি প্রিন্স ক্লেমেন্স ফন মেটারনিখ ছিলেন সমকালীন ইউরোপের সর্বাপেক্ষা উজ্জ্বল রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব। দক্ষ কূটনীতিক মেটারনিখকে 'কূটনীতির যাদুকর' বলে অভিহিত করা হয়। তাঁর কূটকৌশল ও অসাধারন ব্যক্তিত্ব তাঁকে ভিয়েনা সম্মেলনে এক অপ্রতিহত ক্ষমতার প্রতিষ্ঠা করে। ১৮১৫ - ১৮৪৮ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত সময়কালে ইউরোপীয় রাজনীতি ও রাজনীতিকদের ওপর তিনি একচ্ছত্র আধিপত্য বিস্তার করেন। বস্তুত এসময় তিনিই ছিলেন ইউরোপের ভাগ্যনিয়ন্তা। এই কারনে ফিসার ইউরোপের ১৮১৫ - ১৮৪৮ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত সময়কালকে 'মেটারনিখের যুগ' বলে অভিহিত করেছেন।

■ মেটারনিখ প্রগতিবিরোধী ও ঘোরতর রক্ষনশীল রাজনীতিক বিদ ছিলেন। তিনি যুগধর্মকে অস্বীকার করে দমনপীড়নের মাধ্যমে পুরাতনতন্ত্রকে টিকিয়ে রাখতে চেয়ে ছিলেন। তিনটি নীতির দ্বারা তাঁর রাজনৈতিক মতাদর্শ প্রভাবিত হয়েছিল।

Scanned with CamScanner

(ক) ইউরোপে প্রাক্-বিপ্লব যুগের রাজনৈতিক ব্যবস্থার পুনঃ প্রবর্তন।

(খ) অস্ট্রিয়ার স্বার্থকে সর্বতোভাবে বজায় রাখা।

(গ) ফরাসি বিপ্লব-প্রসূত উদারতন্ত্র, জাতীয়তাবাদ ও গনতান্ত্রিক ভাবধারার প্রতিরোধ।

এই আদর্শগুলিকে বাস্তবে রূপায়িত করার জন্য তিনি যে দমনমূলক নীতি গ্রহন করেন তা, 'মেটারনিখ ব্যবস্থা', 'মেটারনিখ পদ্ধতি' বা 'মেটারনিখতন্ত্র' নামে পরিচিত।

■ তাঁর মতে পুরাতনতন্ত্রই হল সমাজ ও রাষ্ট্রব্যবস্থার প্রকৃত ভিত্তি। তিনি প্রাক্-বিপ্লব যুগের বংশানুক্রমিক রাজতন্ত্র, রাজার দৈব-স্বত্ব, অভিজাততন্ত্র, সামন্ততন্ত্র এবং ক্যাথোলিক গির্জার প্রাধান্য বিশ্বাসী ছিলেন। এই কারনেই ভিয়েনা সম্মেলনে ন্যায্য অধিকার নীতির দ্বারা প্রাক্-বিপ্লব যুগে রাজবংশগুলিকে ইউরোপের বিভিন্ন দেশে শাসনক্ষমতায় পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করা হয়। ফরাসি বিপ্লব ও বিপ্লবপ্রসূত ভাবধারাগুলিকে তিনি মনেপ্রানে ঘৃনা করতেন। তাঁর কাছে এগুলি ছিল 'রাজনৈতিক মহামারি' ও অরাজকতার দূত'। তাঁর চোখে ফরাসি বিপ্লব ঘোরতর অরাজকতা ও নাশকতা।

অস্ট্রিয়ার হ্যাপসবার্গ সাম্রাজ্য বহু জাতিগোষ্ঠি ও ভাষাভাষি মানুষকে নিয়ে গঠিত। মেটারনিখ স্পষ্টই উপলব্ধি করেন যে ফরাসি বিপ্লবপ্রসূত জাতীয়তাবাদ, গনতন্ত্র, জাতিবর্গের আত্ম নিয়ন্ত্রনের অধিকার – এইসব আদর্শ যদি অস্ট্রিয়ায়

প্রবেশ করে, তাহলে হ্যাপসবার্গ সাম্রাজ্য তাসের ঘরের মতো ভেঙে পড়বে সুতরাং মেটারনিখের অভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক নীতির উদ্দেশ্য ছিল রক্ষণশীলতা ও স্থিতাবস্থার নীতি কায়েম করে সমগ্র ইউরোপে বৈপ্লবিক ভাবধারাকে প্রতিহত করা।

■ মেটারনিখ নিজ রাষ্ট্র অস্ট্রিয়া ও জার্মানিতে অতি সাফল্যের সঙ্গে এই নীতি প্রয়োগ করতে সক্ষম হন। বহু জাতি গোষ্ঠী ও ভাষাভাষী মানুষের রাষ্ট্র অস্ট্রিয়ায় তিনি বিভেদ নীতি প্রয়োগ করে এক জাতি গোষ্ঠীর বিরুদ্ধে অন্য জাতি গোষ্ঠীর মানুষকে লেলিয়ে দেন। দমনপীড়ন দ্বারা জাতীয়তাবাদীদের কণ্ঠরোধ করা হয়। বিশ্ববিদ্যালয় গুলি কে সরকারের কঠোর নিয়ন্ত্রণে এনে উদারপন্থি ছাত্র ও অধ্যাপকদের কারারুদ্ধ করা হয়। ছাত্র ও অধ্যাপকদের গতিবিধির ওপর নজর রাখার জন্য গোয়েন্দা নিযুক্ত হয়। ছাত্ররা যাতে উদারপন্থা দ্বারা প্রভাবিত হতে না পারে সেজন্য পাঠ্যসূচী থেকে ইতিহাস, রাষ্ট্রবিজ্ঞান ও দর্শনের পঠন-পাঠন নিষিদ্ধ করা হয়। বিদেশি পুস্তক, সংবাদপত্র ও অধ্যাপকদের অস্ট্রিয়াতে প্রবেশ নিষিদ্ধ করা হয়। তিনি ১৮১৯ খ্রিস্টাব্দে 'কার্লসবাড ডিক্রি' জারি করে জার্মানির রাজনৈতিক দল ও ছাত্র সংগঠন গুলি কে নিষিদ্ধ করা হয়, সংবাদপত্রের স্বাধীনতা হরণ করা হয়।

Scanned with CamScanner

□ ফরাসি বিপ্লবের পরে নেপোলিয়নের রাজত্বকালে ফ্রান্সের মানুষের কোন শান্তি ছিল না। এই সময় মানুষের কামনা ছিল শান্তি - স্বাধীনতা নয়। মেটারনিখ বিপ্লব-পীড়িত ও যুদ্ধবিধ্বস্ত ইউরোপ-কে অন্তত ত্রিশ বছরের জন্য শান্তি দিয়েছিলেন। এছাড়া এই শান্তির পর্বে ইউরোপের শিল্প, সাহিত্য, ও সংস্কৃতি যথেষ্ট বিকাশ হয়। কিন্তু তিনি যুগধর্মকে উপেক্ষা করে ইতিহাসের গতিকে ঘড়ির কাঁটার উল্টো দিকে ঘুরাতে চেয়েছিলেন। তিনি ফরাসি বিপ্লবের ধ্বংসাত্মক রূপই দেখেছিলেন, কিন্তু নতুন যুগের আগমন-ধ্বনি শুনতে পারেনি।

Scanned with CamScanner

DEPARTMENT OF HISTORY

HONOURS COURSE

SEMESTER - IV

PAPER/CORE: IX (Unit - IV)

NAME OF THE TEACHER: Partha Roy Chowdhury

① 'ভিয়েনা সম্মেলন' বা 'ভিয়েনা শান্তিচুক্তি' কোন তারিখে স্বাক্ষরিত হয়েছিল?

■ ১৮১৪ খ্রিস্টাব্দের ১লা সেপ্টেম্বর ভিয়েনা সম্মেলন শুরু হলেও 'ভিয়েনা শান্তি চুক্তি' বা 'ভিয়েনা কংগ্রেস' ১৮১৫ খ্রিস্টাব্দের ৮ জুন স্বাক্ষরিত হয়েছিল। এই সম্মেলনে অতিথিপরায়ন গৃহকর্তার ভূমিকা বা কর্ণধার বা সভাপতি ছিলেন অস্ট্রিয়ার চ্যান্সেলর প্রিন্স ভন মেটারনিখ।

② ভিয়েনা সম্মেলনের (১৮১৫ খ্রিঃ) গৃহীত প্রধান তিনটি নীতি কী ছিল? কোন কোন বিপ্লবের দ্বারা ভিয়েনা চুক্তির কাঠামো ভেঙে গিয়েছিল?

■ ১৮১৫ খ্রিস্টাব্দে ৮ জুন স্বাক্ষরিত ভিয়েনা চুক্তির গৃহীত প্রধান তিনটি নীতি ছিল — i) ন্যায্য অধিকার নীতি ii) শক্তিসাম্য নীতি iii) ইউরোপের পুনর্গঠন ও ক্ষতিপূরণ নীতি।

■ ১৮৩০ খ্রিস্টাব্দের জুলাই বিপ্লব এবং ১৮৪৮ খ্রিস্টাব্দের ফেব্রুয়ারী বিপ্লবের দ্বারা ভিয়েনা চুক্তির কাঠামো ভেঙে গিয়েছিল।

③ চতুঃশক্তি চুক্তি স্বাক্ষরকারী রাষ্ট্রগুলির নাম কী? এর প্রধান উদ্দেশ্য কী ছিল?

■ ১৮১৫ খ্রিস্টাব্দের 20 নভেম্বর ইংল্যান্ড, অস্ট্রিয়া, প্রাশিয়া ও রাশিয়া প্যারিসের দ্বিতীয় চুক্তি স্বাক্ষর করেছিল। ওই দিনেই (20 নভেম্বর, ১৮১৫ খ্রিঃ) উক্ত চারটি দেশ চতুঃশক্তি মৈত্রী চুক্তি স্বাক্ষরিত করেছিল।

■ এর প্রধান উদ্দেশ্য ছিল যে কোন উপায়ে ইউরোপে স্বৈরতন্ত্র বজায় রাখা এবং জাতীয়তাবাদী আন্দোলন দমন করা।

④ ভিয়েনা সম্মেলনে হল্যান্ড, স্পেন, নেপলস ও সার্ডিনিয়াতে কোন কোন রাজবংশ পুনঃস্থাপিত করা হয়েছিল?

■ ১৮১৫ খ্রিস্টাব্দের ভিয়েনা সম্মেলন দ্বারা হল্যান্ডে অরেঞ্জ রাজবংশ, স্পেন ও নেপলস -এ বুরবোঁ রাজবংশ এবং সার্ডিনিয়াতে স্যাভয় রাজবংশ পুনঃস্থাপিত করা হয়েছিল।

⑤ পবিত্র চুক্তির প্রবর্তক কে? কে তাঁর মনে এই ধারনা বদ্ধমূল করেন?

■ পবিত্র চুক্তির প্রবর্তক ছিলেন রাশিয়ার জার প্রথম আলেকজান্ডার। পবিত্র চুক্তির ধারনা জার প্রথম আলেকজান্ডারের মনে বদ্ধমূল করেন জার্মান সন্ন্যাসিনী ফন ক্রুডেনার।

⑥ পবিত্র চুক্তি কত খ্রিস্টাব্দে প্রবর্তিত হয়েছিল? এর মূল লক্ষ্য কী ছিল?

■ ১৮১৫ খ্রিস্টাব্দের ২৬ সেপ্টেম্বর রাশিয়ার জার প্রথম আলেকজান্ডার পবিত্র চুক্তির প্রবর্তন করেছিলেন।

■ এই চুক্তির মূল লক্ষ্য ছিল প্রত্যেক রাষ্ট্র খ্রিস্টান ধর্মের মূল নীতি অনুসারে নিজ নিজ অভ্যন্তরীন ও পররাষ্ট্র নীতি নির্ধারনের মাধ্যমে ইউরোপে শান্তি বজায় রাখবে।

Scanned with CamScanner

⑦ ইউরোপীয় শক্তি সমবায় কেন গঠিত হয়েছিল? এর ঘোষিত উদ্দেশ্য কী ছিল?

- ১৮১৫ খ্রিস্টাব্দের ভিয়েনা চুক্তিকে কার্যকর করার জন্য ইউরোপীয় শক্তি সমবায় গঠিত হয়েছিল। এই সমবায়ের ঘোষিত উদ্দেশ্য ছিল — (i) ভিয়েনা ব্যবস্থাকে রক্ষা করা। (ii) ইউরোপে বিপ্লবী ভাবধারা রোধ করা। (iii) যুদ্ধ-বিগ্রহ বন্ধ করে ইউরোপে শান্তি বজায় রাখা এবং (iv) ইউরোপের পরিস্থিতি পর্যালোচনা করার জন্য মাঝে মাঝে কংগ্রেস বা সম্মেলনে মিলিত হওয়া।

⑧ শক্তি সমবায়ের কটি বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়েছিল? সেগুলি কোথায় এবং কবে অনুষ্ঠিত হয়েছিল?

- শক্তি সমবায়ের পাঁচটি বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়েছিল।
- এই বৈঠকগুলি - ১৮১৮ খ্রিস্টাব্দে এই-লা-শ্যাপেল, ১৮২০ খ্রিস্টাব্দে ট্রপো, ১৮২১ খ্রিস্টাব্দে লাইব্যাক, ১৮২২ খ্রিস্টাব্দে ভেরোনা ১৮২৫ খ্রিস্টাব্দে সেন্টপিটার্সবার্গ - এ অনুষ্ঠিত হয়।

⑨ ইউরোপের ইতিহাসে কোন সময়কে মেটারনিখের যুগ বলা হয়?

- ১৮১৫ - ১৮৪৮ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত সময়কালকে ইউরোপের ইতিহাসে মেটারনিখের যুগ বলা হয়। কারণ এই সময়ের মধ্যে সমগ্র ইউরোপে তাঁর প্রভাব পরিলক্ষিত হয়েছিল। শক্তি সমবায়, 'কার্লসবাড ডিক্রি', 'ট্রপো প্রোটোকল' প্রভৃতির দ্বারা তিনি তার নিয়ন্ত্রণ স্থাপন করেন। উল্লিখিত সময়ে তাঁরই অঙ্গুলি হেলনে ইউরোপের রাজনীতি আবর্তিত হয়েছিল।

Scanned with CamScanner

(10) কার্লসবাড ডিক্রি কে কবে এবং কেন জারি করেন ?

■ ১৮১৯ খ্রিষ্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাসে অস্ট্রিয়া অস্ট্রিয়া সাম্রাজ্যের চ্যান্সেলর 'প্রিন্স ফন মেটারনিখ' জার্মানির কার্লসবাড শহরে জার্মান জাতিসংঘের সভা আহ্বান করে যে আইনগুলি প্রণয়ন করেছিলেন তা 'কার্লসবাড ডিক্রি' নামে খ্যাত। জার্মানিতে জাতীয়তাবাদী ও উদারনৈতিক ভাবধারার কণ্ঠরোধের জন্য এই আদেশ জারি হয়েছিল। এর দ্বারা ছাত্র সংগঠন নিষিদ্ধ করা হয়, বহু উদারপন্থি অধ্যাপককে বহিষ্কার করা হয় এবং সংবাদপত্রের স্বাধীনতা হরণ করা হয়।

(11) কে 'প্রগতির শত্রু' ও 'ইউরোপীয় রক্ষণশীলতার মন্ত্রী' নামে পরিচিত ছিলেন? 'ইতালি একটি ভৌগোলিক সংজ্ঞা মাত্র' কে বলেছেন?

■ অস্ট্রিয়ার প্রধানমন্ত্রী মেটারনিখ কে 'প্রগতির শত্রু' ও 'ইউরোপীয় রক্ষণশীলতার মন্ত্রী' বলা হয়।

■ 'ইতালি একটি ভৌগোলিক সংজ্ঞা মাত্র' বলেছেন – মেটারনিখ।

(12) মেটারনিখের কয়েকটি বিখ্যাত উক্তি গুলি লেখ।

■ মেটারনিখের কয়েকটি বিখ্যাত উক্তি হল –

(i) 'আমি পণ্ডিত মানুষ চাই না, আমি চাই বিশ্বস্ত প্রজা'

(ii) 'আপনারা শাসন করুন, কিন্তু পরিবর্তন চাইবেন না'

(iii) "ইউরোপের মানুষ শান্তি চায় – স্বাধীনতা নয়।"

Scanned with CamScanner

(13) ভিয়েনা সম্মেলনে বিগফোর বলতে কী বোঝ?

■ ১৮১৫ খ্রিস্টাব্দে অস্ট্রিয়ার রাজধানী ভিয়েনাতে ইউরোপের প্রায় সমস্ত দেশ (তুরস্ক উপস্থিত থাকলেও মূলত চারটি শক্তি ছিল প্রধান — অস্ট্রিয়া (রাজা প্রথম ফ্রান্সিস ও প্রধানমন্ত্রী প্রিন্স মেটারনিখ) রাশিয়া (জার প্রথম আলেকজান্ডার) প্রাশিয়া (সম্রাট ফ্রেডারিখ উইলিয়াম, চ্যান্সেলার হার্ডেনবার্গ ও মন্ত্রী হামবোল্ট) ইংল্যান্ড (পররাষ্ট্র মন্ত্রী ক্যাসলরি ও সেনাপতি ওয়েলিংটন) এই চার শক্তিকে বলা হয় বিগফোর।

(14) ১৮১৫ খ্রিস্টাব্দের পরবর্তীকালে ইউরোপে জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের কেন্দ্রগুলিকে চিহ্নিত করো।

■ ১৮১৫ খ্রিস্টাব্দের পরবর্তীকালের ইউরোপে জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের কেন্দ্রগুলি ছিল পোল্যান্ড, গ্রিস, স্পেন, বেলজিয়াম, জার্মানি, ইটালি।

(15) ভিয়েনা সম্মেলন জার্মানিতে কী ব্যবস্থা প্রবর্তন করে?

■ ভিয়েনা সম্মেলন জার্মানির রাজ্যগুলিকে ৩৯ টি রাষ্ট্রের পরিণত করে এবং এই রাষ্ট্রগুলিকে একত্রিত করে একটি রাষ্ট্রসংঘ গঠন করে। এই রাষ্ট্রসংঘের সভাপতি নিযুক্ত হয় অস্ট্রিয়া।

(16) ভিয়েনা সম্মেলনে তালেরাঁর লক্ষ্য কী ছিল?

□ ভিয়েনা সম্মেলনে তালেরাঁর লক্ষ্য ছিল বিজয়ী রাষ্ট্রগুলির ক্ষোভ থেকে ফ্রান্সকে রক্ষা করা। তিনি উপস্থিত প্রতিনিধিদের বোঝাতে সক্ষম হন যে, অন্যান্য ইউরোপীয় রাষ্ট্রের মতো ফ্রান্সও নেপোলিয়নের স্বৈরতন্ত্রের দ্বারা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। আর এই কারণেই ফ্রান্সকে যুদ্ধাপরাধী বিবেচনা না করে অন্যান্য রাষ্ট্রের সমান মর্যাদা দেওয়া উচিত বলে তালেরাঁ

Scanned with CamScanner

মত প্রকাশ করেছিলেন।

(17) কংগ্রেস কূটনীতি (কংগ্রেস ব্যবস্থা) কাকে বলে

■ ১৮১৫ খ্রিস্টাব্দের নভেম্বর মাসে সামরিক চতুঃশক্তি সন্ধি স্বাক্ষরের পর রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত গ্রহণের যে নতুন পদ্ধতির প্রসার ঘটেছিল তাকে কংগ্রেস কূটনীতি বলা হয়। এই ব্যবস্থার বৈশিষ্ট্য ছিল রাষ্ট্রপ্রধানদের আলাপ-আলোচনা ও সম্মেলনের মাধ্যমে বিতর্কিত বিষয় সম্পর্কে সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া। ১৮২৩ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত ইউরোপের রাজনীতি কংগ্রেস কূটনীতি দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়েছিল।

(18) কোন সময়কালকে 'সম্মেলনের যুগ' বলা হয় এবং কেন?

■ ১৮১৫-১৮২৩ খ্রিস্টাব্দ সময়কালকে বলা হয় সম্মেলনের যুগ। এই সময়কালে ভিয়েনা, ট্রপো প্রভৃতি একাধিক সম্মেলনের মাধ্যমে ইউরোপীয় রাষ্ট্রগুলি বিভিন্ন বিতর্কিত বিষয়ের সমাধানের প্রয়াস করেছিল ফলে এই সময়কাল সম্মেলনের যুগ হিসাবে চিহ্নিত হয়।

(19) শক্তি-সমবায়ের পতনের কারণ কী?

□ শক্তি সমবায়ের পতনের কয়েকটি প্রধান কারণ হল — (i) চার রাষ্ট্রশক্তির মধ্যে আন্তরিকতার অভাব। (ii) ইংল্যান্ডের বিরোধিতা। (iii) সদস্যদের স্বার্থগত দ্বন্দ্ব এবং জাতীয়তাবাদের বিরোধিতা প্রভৃতি।

(20) মেটারনিখ ব্যর্থ হয়েছিল কেন?

■ মেটারনিখ ছিলেন স্বৈরতন্ত্রের গোঁড়া সমর্থক ও রক্ষক। কিন্তু ইউরোপে বিপ্লব উদারতা ও জাতীয়তার মুক্ত হাওয়া ছড়িয়েছিল। মেটারনিখ এই আদর্শবাদের বিরুদ্ধে প্রাথমিক সাফল্য পেলেও তাঁর ঘোরতর রক্ষণশীল নেতিবাচক নীতি বিপ্লবের ইতিবাচক আদর্শের কাছে পরাজিত হয়েছিল।

Scanned with CamScanner

(২১) আমেরিকানদের জন্য 'আমেরিকা' কার উক্তি ছিল?

■ আমেরিকা আমেরিকানদের জন্য' এই উক্তিটি ছিল - আমেরিকার রাষ্ট্রপতি জেমস মনরো। ১৮২৩ খ্রিস্টাব্দে ২ রা ডিসেম্বর 'মনরো মতবাদ' - এই উক্তিটি করেছিল।

(২২) মনরো মতবাদের মূলবিষয়টি কী ছিল?

■ মনরো মতবাদের মূল বিষয়টি ছিল — মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র উত্তর ও দক্ষিণ আমেরিকার বিষয়ে ইউরোপীয় জাতিসমূহকে হস্তক্ষেপ করতে দেবে না।

(২৩) ভিয়েনা সম্মেলনে যোগদান কারী গুরুত্বপূর্ণ দেশ সমূহ :—

দেশ সমূহ	প্রতিনিধিরা
① অস্ট্রিয়া →	বিদেশমন্ত্রী প্রিন্স মেটারনিখ, বারন জোহান ভন ওয়েসেনবার্গ
② ব্রিটেন →	পররাষ্ট্র সচিব লর্ড রবার্ট ক্যাসলরীগ, ডিউক অফ ওয়েলিংটন।
③ রাশিয়া →	পররাষ্ট্রমন্ত্রী কাউন্ট কার্ল রবার্ট নেসেলরড, জার প্রথম আলেকজান্ডার।
④ প্রাশিয়া →	প্রিন্স কার্ল অগাস্ট ভন হার্ডেনবার্গ, কূটনীতিক উইলহেল্ম ভন হামবোল্ড, সম্রাট ফ্রেডরিক তৃতীয় উইলিয়াম।
⑤ ফ্রান্স →	পররাষ্ট্রমন্ত্রী চার্লস মরিস. ডি টেলিরান্ড।

Scanned with CamScanner